ATMADEEP

An International Peer- Reviewed Bi- monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Volume- I, Issue-V, May, 2025, Page No. 1184-1189
Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.1.issue.05W.120

ভারতীয় দর্শনের আলোয় মুক্তির স্বরূপসন্ধান

স্নিগ্ধা চ্যাটার্জী, *রাষ্ট্রীয় সাহায্যপ্রাপ্ত কলেজ শিক্ষক, সংস্কৃত বিভাগ, রামপুরহাট কলেজ, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত*

Received: 14.05.2025; Accepted:17 .05.2025; Available online: 31.05.2025

Abstract

The word ‘philosophy’ comes from the root word Drish. It means true philosophy or philosophy of view. The word ‘philosophy’ is used as a synonym for the English word Philosophy. But the meaning of the two words is not the same. Etymologically, the word ‘philosophy’ means love for knowledge, and the word philosophy means true philosophy. In Indian philosophy, the goal is not to know this true philosophy or truth, but to establish truth in life. Indian philosophy is divided into two parts, theistic and atheistic. Indian philosophy is basically the philosophy of spiritualism. Except for the Charvak philosophy, all other philosophies are deeply spiritual. According to spiritualism, the inert is the ultimate truth. The soul has to realize it in life. What Indian philosophers call ‘Moksha’ or ‘liberation’. Moksha or liberation is freedom from suffering. And only when ignorance is destroyed, there will be freedom from suffering. Ultimate liberation from suffering is the ultimate endeavor of human life. Purushartha refers to religion, artha, kama moksha. Mokshaists have different views on the nature of moksha. For example, according to Jainism, the soul attains moksha by practicing direct vision, direct knowledge, and direct character. In the state of moksha, suffering is destroyed. Buddhists say that ignorance is the root cause of suffering. According to them, nirvana or moksha is possible only if the rotation of the cycle of existence can be stopped. Vedantists say that the realization of Brahman or moksha is an unattainable blissful state. According to Sankhya Yoga, the presence of the purusha or soul in the form of the mind is moksha. According to Nyaya, the presence of the soul in the form of nirguna is liberation. Thus, almost all schools of Indian philosophy call moksha or liberation the supreme purushartha.

Keyword: Philosophy, Etymologically, Artha, Kama Moksha, Vedantists, Nirguna, Purushartha etc

“দেশশূন্য, কালশূন্য, জ্যোতিঃশূন্য, মহাশূন্য-পরি
চতুর্মুখ করিছেন ধ্যান,
মহা অন্ধ অন্ধকার সভয়ে রয়েছে দাঁড়াইয়া
কবে দেব খুলিবে নয়ান।”[১]

[১] ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, প্রভাতসংগীত, ‘সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়’ কবিতা

ভারতীয় দর্শনে জীবনের উদ্দেশ্য বা লক্ষ্যকেই বলা হয় পুরুষার্থ। পুরুষের অর্থ হচ্ছে পুরুষার্থ। পুরুষার্থ বলতে বোঝায় মানুষ সচেতনভাবে যাকে তার কাম্য বস্তু বা প্রয়োজনীয় উপাদান রূপে গ্রহণ করে। কাম্যবস্তু হলো সাধনা লব্ধ এবং সাধনা লব্ধ বস্তু মাত্রই মানুষের কাছে মূল্যবান। তাই ভারতীয় দর্শনে মানুষের নানা প্রয়োজনের মধ্যে ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ এই চারটি প্রয়োজনকেই মুখ্য বা প্রধান বলা হয়েছে। এই চারটি হলো পুরুষার্থ। জীবনের পরিপুষ্টির জন্য এই চারটি অত্যাবশ্যক। এই চার পুরুষার্থকে চতুর্বর্গ বলা হয়। 'বিচিত্র রুপা খলু চিত্ত বৃত্তয়:'- বিভিন্ন মানুষের প্রকৃতি বিভিন্ন। এজন্য একজনের কাছে যা মুখ্য লক্ষ্য, আরেকজনের কাছে তা গৌণ হতে পারে। অনেকের মতে কামই একমাত্র পুরুষার্থ। আবার অনেকে ধর্ম, অর্থ ও কাম কে মুখ্য বলেছেন। এই তিন পুরুষার্থকে ত্রিবর্গ বলা হয়। আবার অনেকে চারটি প্রয়োজনকেই মুখ্য বলেছেন। মোক্ষবাদী দার্শনিকরা মোক্ষকেই জীবনের পরকাষ্ঠা বলে বিশ্বাস করেন। এই কারণেই মানুষের প্রকৃতির পার্থক্য অনুসারে চার রকম পুরুষার্থের কথা বলা হয়ে থাকে।

ভারতীয় দর্শনে এই চার পুরুষার্থকে দুটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে। ক) প্রেয়: খ) শ্রেয়:। প্রথম তিনটি অর্থাৎ ধর্ম, অর্থ কাম হল প্রেয়: অর্থাৎ প্রিয়বস্তু, এবং শেষেরটি অর্থাৎ মোক্ষ হল একমাত্র শ্রেয়:। শ্রেয়: হচ্ছে মুক্তি এবং মুক্তির একমাত্র উপায় হল আত্মজ্ঞান। কেননা ধর্ম, অর্থ, কাম- এগুলি সবই অনিত্য। অনিত্য হওয়ার কারণে দুঃখদায়ক। কিন্তু শ্রেয়: হলো আত্মজ্ঞান, যা লাভ করলে আত্যন্তিক দুঃখ নিবৃত্তি ঘটে। তাই মোক্ষই হল পরম পুরুষার্থ। মোক্ষ বা মুক্তি কি? মোক্ষ শব্দটি মুচ ধাতু থেকে নিষ্পন্ন হয়েছে। মুচ ধাতুর অর্থ মোক্ষণ। এই মুক্তি নিয়ে ভারতীয় দার্শনিকরা বিভিন্ন মত পোষণ করেছেন। জীব স্বরুপত:নিত্য, শুদ্ধ,বুদ্ধ, মুক্ত আত্মা। কিন্তু অনাদি কর্মবশতঃ জীব দেহ মন প্রভৃতি উপাধীর সাথে যুক্ত হয়ে সংসারে জন্মগ্রহণ করে। একেই বদ্ধদশা বলে। বেদে বলা হয়েছে মুক্তির অর্থ মৃত্যু রূপ বন্ধন থেকে মুক্তি; অমৃত থেকে নয়। জীবের জন্ম-মৃত্যু চক্রে আবর্তিত হওয়াকে উপনিষদে সংসার বলা হয়েছে। আর ওই অবস্থা থেকে অব্যাহতি পাওয়াকে মুক্তি বলা হয়েছে। দুর্গাদাস তর্কবাগীশ মহাশয় তাঁর 'ধাতুদীপিকায়' মুক্তি প্রসঙ্গে বলেছেন-"বন্ধনরহিতীভাবে অকর্ম্মকোঅয়ম্, আলানান্মুক্তো গজ: কর্ত্তরি ক্ত এবং পাপান্মুক্ত ইত্যাদৌ পাপবন্ধনান্মুক্ত ইত্যর্থঃ"[২]। এখানে তর্কবাগীশ মহাশয় বন্ধন যুক্ত অবস্থা থেকে বন্ধন রহিত অবস্থার এবং পাপ রূপ বন্ধন থেকে মুক্তি এই প্রাপ্তিকেই মুক্তাবস্থা বলে গ্রহণ করেছেন। মৃত্যু, কামনা ইত্যাদি বন্ধন স্বরূপ বলে ওই সব কিছু থেকে মুক্তির কথায় শাস্ত্রে উল্লেখিত হয়েছে।

মোক্ষ হল জীবের পূর্ণাঙ্গ মুক্তি। সমস্ত বন্ধন থেকে মুক্তি। এই বন্ধন ও মোক্ষ ওতপ্রোতভাবে জড়িত। যেমন, দিন-রাত্রি, সুখ-দুঃখ, জন্ম-মরণ। বন্ধন আছে বলেই মুক্তি আছে, এবং ওই বন্ধন থেকে নিষ্কৃতি লাভই হল মুক্তির তাৎপর্যার্থ। আত্মজ্ঞান লাভ করলেই জীবের মোক্ষ লাভ হয়। তাকে পুনরায় আর জন্ম জন্মান্তরের আবর্তনচক্রে পড়তে হয় না।মোক্ষ অবস্থায় জীব উপলব্ধি করে যে সেও পরমাত্মা স্বরূপত: এক ও অভিন্ন। ভারতীয় দার্শনিকদের মতে সত্য জ্ঞান হলো মুক্তির কারণ। কিন্তু এই সত্য জ্ঞান ইন্দ্রিয় সংযম এবং দীর্ঘ মনন ছাড়া লাভ করা যায় না। আমাদের ইন্দ্রিয় অতিশয় চঞ্চল। জাগতিক বিভিন্ন বস্তুর প্রতি ধাবিত হয় ইন্দ্রিয়। তাতে মনের চঞ্চলতা বাড়ে, আর মন চঞ্চল হলে সত্য জ্ঞান লাভ কখনোই সম্ভব নয়। সেই জন্য ইন্দ্রিয় সংযমী হতেই হবে। ভারতীয় দার্শনিকরা এই সত্য জ্ঞান লাভের জন্য ইন্দ্রিয় সংযমের কথা বলেছেন। রাগ, দ্বেষ ও ভ্রান্ত সংস্কার দূর করার জন্য ইন্দ্রিয় সংযম এবং সুঅভ্যাস অর্জন করা উচিত। ইন্দ্রিয় সংযত হলে সত্য জ্ঞান লাভের অধিকার জন্মে। ভারতীয় দার্শনিকরা বলেছেন মুক্তির জন্য সত্য জ্ঞান এর সম্যক উপলব্ধি ও অনুসরণ আবশ্যক।

মোক্ষের বিভিন্ন পর্যায় শব্দ আছে। অর্থাৎ মোক্ষবাদীরা মোক্ষকে বিভিন্ন নামে অভিহিত করেছেন। যেমন-কৈবল্য, নির্বাণ, নি:শ্রেয়স, শ্রেয়, অমৃত, অপবর্গ ইত্যাদি। এছাড়াও অন্যত্র স্বরূপপ্রাপ্তি, ব্রহ্মভবন, ব্রহ্মলয়, সংজ্ঞানাশ, প্রলয় ইত্যাদি পর্যায় শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। 'কৈবল্য' বলতে বোঝায় জীব যখন সুখ-দুঃখ থেকে মুক্ত হন। সাংখ্যযোগ মতে দেহ এবং ইন্দ্রিয় ত্যাগপূর্বক আত্মার কেবলত্বই অর্থাৎ নিঃসঙ্গতাই 'কৈবল্য' শব্দের তাৎপর্য। নির্বাণ-বৌদ্ধরা 'নির্বাণ' কে দীপ নির্বাণের সঙ্গে তুলনা করেছেন। দীপ যেমন নির্বাপিত হলে আর তাকে দেখা যায় না, ঠিক তেমনি জীবত্বের অবসান ঘটলেও আর তাকে খুঁজে পাওয়া যায় না। নি:শ্রেয়স- 'নি:শ্রেয়স' শব্দে নিশ্চিত মঙ্গলকে বোঝায়। জীবের

---

[২] ভারতীয় দর্শনের মুক্তিবাদ, বন্দ্যোপাধ্যায়, ড. বিজয় ভূষণ, পৃষ্ঠা-৫

জন্ম মৃত্যুর জীবনচক্রই অমঙ্গল। কারণ তা সকল দুঃখের মূল। এই জন্ম মৃত্যুর চিরতরে নাশ হল 'নি:শ্রেয়স'। তাই 'নি:শ্রেয়স' অর্থে মুক্তিকেই বোঝায়। অপবর্গ–'অপবর্গ' শব্দের অর্থ হলো মুক্তি। জীব অনাত্মবর্গকে আত্মরূপে গ্রহণ করেছিল, সেই অনাত্মবর্গের আত্যন্তিকরূপে বর্জনই 'অপবর্গ'।

মোক্ষের আলোয় দর্শন তত্ত্ব:

চার্বাক ভিন্ন সমস্ত ভারতীয় দার্শনিক সম্প্রদায় মোক্ষকেই পরম পুরুষার্থ বলে অভিহিত করেছেন। ভারতীয় দর্শনের বিভিন্ন শাখা এ বিষয়ে একমত যে মোক্ষ লাভ করলে জীবাত্মার সব দুঃখের বিনাশ হয়। তবে মোক্ষবাদী দার্শনিকরা মোক্ষকে আত্যন্তিক দুঃখ নিবৃত্তি বললেও মোক্ষের স্বরূপ সম্পর্কে তাদের মধ্যে মতভেদ আছে। যেমন জৈন মতে,মোক্ষ প্রাপ্তির পর আত্মা অনন্ত জ্ঞান, অনন্ত শক্তি ও অনন্ত আনন্দের আশ্রয় রূপে অবস্থান করে। বৌদ্ধমতে মোক্ষ বা নির্বাণ হচ্ছে আত্যন্তিক দুঃখ মুক্তি। অদ্বৈত বেদান্ত মতে, ব্রহ্ম উপলব্ধি বা মোক্ষ হচ্ছে এক অনাবিল আনন্দময় অবস্থা। ন্যায় মতে আত্মার স্বরূপ নির্গুণরূপে অবস্থানই মুক্তি। সাংখ্য-যোগ মতে, পুরুষের বা আত্মার চিৎস্বরূপ অবস্থানই মোক্ষ। রামানুজের মতে ঈশ্বরের অংশ রূপে জীবের যে উপলব্ধি তাই মুক্তি।

চার্বাক মতে, চৈতন্য যুক্ত দেহই আত্মা। দেহের বিনাশের সাথে চেতনা ও আত্মার বিনাশ হয়। চার্বাক মতে মোক্ষ বা মুক্তি পুরুষার্থ হতে পারে না। তারা বলেন কাম বা সুখই পুরুষার্থ-'কাম এবৈক:পুরুষার্থ:'। "সুখমেব পুরুষার্থ"। চার্বাক ব্যতীত ভারতীয় অন্যান্য দার্শনিকরা সুখকে জীবনের নিষ্প্রয়োজন ও নিন্দনীয় না বললেও পরম পুরুষার্থ বলেন না। যে দর্শনে আত্মার স্বতন্ত্র শাশ্বত সত্ত্বা স্বীকৃত হয়নি, সে দর্শনে আত্মার মুক্তির প্রশ্ন অবান্তর ও নিরর্থক।

জৈন মতে, আত্মা স্বরূপতঃ অনন্ত জ্ঞান, শক্তি, অনন্ত দর্শন ও আনন্দের আশ্রয়। কামনা বাসনা জনিত কর্মশক্তির প্রভাবে আত্মা পুৎগল অর্থাৎ জড় পরমাণুর সংস্রবে আসে এবং আত্মা বিশেষ প্রকার দেহ ধারণ করে। এই প্রকার দেহ ধারণকেই আত্মার বন্ধন দশা বলা হয়। এই বদ্ধ অবস্থায় আত্মার স্বরূপ আবৃত থাকে। পুৎগল বিযুক্তিই হচ্ছে মুক্তি। অজ্ঞান জনিত কামনা বাসনার জন্যই পুৎগল সংযুক্তি ঘটে। জ্ঞানের সঞ্চার হলে নতুন পুৎগলের অনুপ্রবেশ বন্ধ হয়, যাকে বলা হয় সংবর; সঞ্চিত পুৎগল বিনষ্ট হলে তাকে বলা হয় নির্জরা এবং আত্মা তখন স্বরূপে অবস্থান করে। জৈন দর্শনে বলা হয়েছে- "আস্রবো ভবহেতুঃ স্যাৎ সংবরো মোক্ষকারণম"। অর্থাৎ আস্রব সংসার বা বন্ধনের কারণ এবং সংবর হল মোক্ষের কারণ। এ প্রসঙ্গে উমাস্পতি তত্ত্বার্থাধিগম সূত্রে বলেছেন- সম্যকদর্শনজ্ঞানচারিত্রাণি মোক্ষ মার্গা। অর্থাৎ সম্যক জ্ঞান, সম্যক দর্শন ও সম্যক চরিত্রের দ্বারাই আত্মার মোক্ষ লাভ হয়। মোক্ষ অবস্থায় কোন দুঃখবোধ থাকে না। আত্মা এ অবস্থায় স্বরূপে অধিষ্ঠিত হয় অর্থাৎ অনন্ত জ্ঞান, অনন্ত শক্তি, অনন্ত দর্শন ও অনন্ত আনন্দ লাভ করে। বদ্ধাবস্থায় যে দুঃখ ছিল, মোক্ষাবস্থায় শুধু যে তা থেকে চিরতরে নিষ্কৃতি পাওয়া যায় তাই নয়, এই অবস্থায় আত্মা অনাবিল ও অনন্ত সুখের অধিকারী হয়।

বৌদ্ধমতে মোক্ষ বা মুক্তি কে নির্বাণ বলা হয়েছে। বুদ্ধদেব বলেছেন - সমস্ত বন্ধনের কারণ হল মোহ। আর এই মোহ থেকে মুক্তি লাভের একমাত্র উপায় হল যথার্থ জ্ঞান। তিনি বলেছেন জীবন দুঃখময়, কিন্তু দুঃখের নিবৃত্তিও সম্ভব। আর এই দুঃখ নিরোধকেই তিনি নির্বাণ বলেছেন। অবিদ্যা, অজ্ঞানতাই হল দুঃখের মূল কারণ। অজ্ঞানের জন্যই মোহ এবং মোহমুক্তি মানেই অজ্ঞান- তরণ। বুদ্ধদেব বলেছেন, বন্ধনমুক্ত মন অগ্নি শিখার নির্বাণের সদৃশ। বন্ধনের কারণ রূপে বৌদ্ধ দর্শনে 'দ্বাদশ নিদানের' উল্লেখ করা হয়েছে। অবিদ্যা, সংস্কার, বিজ্ঞানাদি দ্বাদশ নিদানকেই সংসার চক্র বা ভবচক্র বলা হয়। এই ভবচক্রের আবর্তন থেকে মুক্তি বা নির্বাণ লাভের উপায় স্বরূপ বৌদ্ধ দর্শনে অষ্টাঙ্গিক মার্গের কথা বলা হয়েছে। এই অষ্টাঙ্গিক মার্গকে তিনটি রূপে বর্ণনা করা হয়েছে প্রজ্ঞা,শীল ও সমাধি।
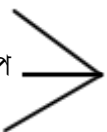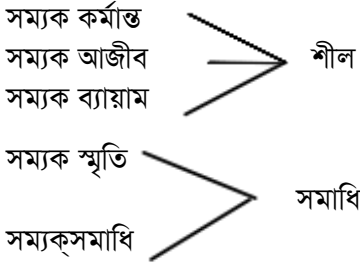
প্রজ্ঞা

প্রজ্ঞা অর্থে যথার্থ জ্ঞান, শীল অর্থে সদাচার, সমাধি অর্থে ধ্যানকে বোঝায়। বৌদ্ধ দর্শনে মোক্ষ বা নির্বাণ লাভের জন্য জ্ঞানমার্গের ও কর্মমার্গের সমন্বয় সাধন করা হয়েছে। বৌদ্ধগণ জ্ঞানকর্মসমুচ্চয়বাদী।

অন্যান্য ভারতীয় দার্শনিক সম্প্রদায়ের মতোই সাংখ্য কর্তারাও জীবনে সুখের চেয়ে দুঃখের মাত্রাধিক্যের কথা স্বীকার করেছেন। সাধারণত মানুষের জীবনের দুঃখকে তিন ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে-- ১>আধ্যাত্মিক, ২>আধিভৌতিক এবং ৩>আধিদৈবিক। প্রত্যেক মানুষই এই তিন রকম দুঃখ থেকে মুক্তি লাভের প্রার্থনা করে। সেই জন্য সাংখ্য কর্তারা বলেছেন দুঃখ ত্রয়াভিঘাত বা দুঃখ ত্রয়ের নাশ প্রত্যেক মানুষের পরম পুরুষার্থ। এই দুঃখ ত্রয়ের নাশকেই মুক্তি বা অপবর্গ বলে। সাংখ্য সূত্রে বলা হয়েছে - "জ্ঞানাৎ মুক্তি"। সাংখ্যকারিকায় বলা হয়েছে- "জ্ঞানেন চ অপবর্গ"। প্রকৃতি পুরুষের সংযোগই হল বন্ধন। আর তাদের বিবেক জ্ঞানই হলো মুক্তি। যে কোন প্রকারে প্রকৃতির সম্বন্ধের উচ্ছেদ হওয়াই পরমপুরুষার্থ বা মোক্ষ-"যদ্বাতদ্বা তদুচ্ছিত্তিঃ পুরুষার্থস্তদুচ্ছিত্তিঃ পুরুষার্থঃ"।[৩]

দুঃখ নিবৃত্তির একমাত্র উপায় হল তত্ত্বজ্ঞান। এই তত্ত্বজ্ঞানের স্বরূপ হল 'ব্যক্তাব্যক্তজ্ঞ বিজ্ঞান'। 'ব্যক্ত' অর্থে প্রকৃতির বিকাশ স্থুল পদার্থ, 'অব্যক্ত' অর্থে প্রকৃতি এবং 'জ্ঞ' অর্থে জ্ঞাতা বা পুরুষকে বোঝায়। সাংখ্য মতে দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তিই হল মোক্ষ। পুরুষের স্বরূপে অবস্থানই মোক্ষ। মোক্ষাবস্থায় আত্মার কোন নতুন কিছুর উদ্ভব হয় না। আত্মা বা পুরুষ নিত্য, শুদ্ধ, বুদ্ধ ও মুক্ত স্বভাবের। নৃত্যাসরে দর্শকের ভূমিকা যেরূপ, সেরূপ সাক্ষী পুরুষ স্বরূপে অধিষ্ঠিত হয়ে উদাসীনভাবে প্রকৃতির লীলা দেখে। এই উদাসীনভাবে পুরুষের স্বরূপে অবস্থানই মোক্ষ।

মহর্ষি পতঞ্জলি তাঁর যোগদর্শন-এ বলেছেন "যোগশ্চিত্তবৃত্তি নিরোধ:"[৪] অর্থাৎ চিত্তবৃত্তি নিরোধকেই যোগ নামে অভিহিত করা হয়। প্রমাণ, বিপর্যয়, বিকল্প, নিদ্রা, স্মৃতি -এই পাঁচ প্রকার বৃত্তির যখন নিরোধ হয় তখনই দ্রষ্টা আপন স্বরূপে স্থিতি লাভ করে। একেই যোগ শাস্ত্রে কৈবল্য বা মুক্তি বলে। "পুরুষার্থশূন্যানাং গুণানাং প্রতিপ্রসবঃ কৈবল্যং স্বরূপ প্রতিষ্ঠা বা চিতিশক্তেরিতি"[৫] কৈবল্যপাদ। পুরুষকে ভোগ ও কৈবল্য প্রদান করার জন্যই গুণসমূহের প্রবৃত্তি। এই গুণগুলি সঙ্গে পুরুষের অবিদ্যা জনিত সংযোগ ছিল, তা ছিন্ন হয়ে যাওয়ার পর পুরুষের নিজ স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাওয়া-এই হল পুরুষের কৈবল্য অর্থাৎ সর্বতোভাবে পৃথক হয়ে আত্মচৈতন্যে প্রতিষ্ঠিত হওয়া। একে অসম্প্রজ্ঞাত যোগও বলা যায়। অসম্প্রজ্ঞাত যোগ লাভ হলে পুরুষ চিতি শক্তিতে প্রতিষ্ঠিত হয়। এই অবস্থা পুরুষের আত্যন্তিক গুণবিয়োগাবস্থা অর্থাৎ এরপর আর কখনো কোন গুণ তাকে আবৃত করতে পারে না। গুণ এর সঙ্গে চিরতরে বিয়োগই হলো কৈবল্য বা মুক্তি।

ন্যায় সূত্রে বলা হয়েছে 'তদত্যন্তবিমোক্ষোপবর্গঃ'। অর্থাৎমুখ্য ও গৌণ সর্ববিধ দুঃখের সহিত অত্যন্ত বিয়োগই হলো মুক্তি বা অপবর্গ। ন্যায় দর্শনের প্রণেতা মহর্ষি গৌতম অপবর্গ বা মোক্ষের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছেন-"দুঃখ-জন্ম-প্রবৃত্তি-দোষ- মিথ্যাজ্ঞানানামুত্তরোত্তরাপায়ে তদনন্তরাপায়াদপবর্গঃ।"[৬] অর্থাৎ দুঃখ, জন্ম, প্রবৃত্তি, দোষ, মিথ্যাজ্ঞান এদের মধ্যে সর্বশেষ কথিত মিথ্যাজ্ঞান দূরীভূত হলে তার অব্যবহিত পূর্বে উক্ত দোষের নাশ হয়, দোষের নাশ হলে

---

[৩] সাংখ্য প্রবচন সূত্র ৬। ৭০

[৪] যোগদর্শন-২

[৫] যোগদর্শন-৩৪

[৬] ন্যায়সূত্র

তার পূর্বে প্রবৃত্তির নাশ হয়, প্রবৃত্তির নাশ হলে আর জন্ম হয় না, জন্মরুদ্ধ হলে দুঃখের নাশ হয় একেই অপবর্গ বা মোক্ষ বলা হয়। ন্যায় বৈশেষিক মতে আত্মা স্বরুপত: নির্গুণ ও নিষ্ক্রিয়। অবিদ্যাবশতঃ আত্মা নিজেকে দেহ মন ও ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে অভিন্ন কল্পনা করে। এই অবিদ্যা বা অজ্ঞানই হচ্ছে দুঃখের মূল কারণ। "তত্ত্বজ্ঞানাৎনিঃশ্রেয়সাধিগমঃ"[৭]- কেবল তত্ত্বজ্ঞানের সাহায্যেই জীব মন ও দেহের বন্ধন ত্যাগ করে নিঃশ্রেয়স বা মোক্ষ লাভ করতে পারে। আত্মা, শরীর প্রভৃতি ১৬ টি প্রমেয় পদার্থের যথার্থ জ্ঞানলাভ করলেই মোক্ষ লাভ হয়। এর জন্য প্রয়োজন শ্রবণ মনন, নিদিধ্যাসন। এই শ্রবণাদি দ্বারাই তত্ত্বজ্ঞান অর্জন করা সম্ভব। তত্ত্বজ্ঞান হলে আত্মা উপলব্ধি করে যে আত্মা দেহ নয়, ইন্দ্রিয় নয়, মন নয়।

শাস্ত্রোক্ত 'আত্মা দেহ থেকে ভিন্ন' একথা শ্রবণ করার পর শাস্ত্র বাক্য গুলির যথার্থ চিন্তা করতে হবে,এরপর যুক্তির দ্বারা আত্মা যে দেহ থেকে ভিন্ন ও নিত্য তার অবধারণ করতে হবে এর নামই মনন। আত্মার স্বরূপ শ্রবনের পর তর্কের দ্বারা মনন করা উচিত। মননের পর আসবে নিদিধ্যাসন অর্থাৎ যোগাভ্যাসের দ্বারা আত্মার স্বরূপ ধ্যান করা। ধ্যানের মাধ্যমেই আত্মার যথার্থ স্বরূপের সাক্ষাৎ উপলব্ধি হয়। তখন অবিদ্যা বা অজ্ঞানতা দূরীভূত হয়ে আত্মা স্বরূপে অবস্থান করে। আত্মার স্বরূপে অবস্থানই মোক্ষ বা অপবর্গ।

প্রাচীন মীমাংসা দর্শনে ধর্মকেই পরম পুরুষার্থ বলা হয়েছে। জৈমিনি ও শবরের মতে বৈদিক বিধি 'স্বর্গকামঃ যজেত' অনুসরণীয়। অর্থাৎ যজ্ঞাদি অনুষ্ঠান দ্বারা স্বর্গ লাভই জীবের চরম লক্ষ্য। বেদ বিহিত যাগ-যজ্ঞ অনুষ্ঠানের দ্বারাই অনাবিল সুখ লাভ করা যায়। তাদের মতে স্বর্গ সুখ লাভই পরম পুরুষার্থ। কিন্তু পরবর্তী মীমাংসক কুমারিল ভট্ট ও প্রভাকর মিশ্র, অন্যান্য ভারতীয় দার্শনিকের মতো পুরুষার্থের উল্লেখ করে মোক্ষকে প্রাধান্য দিয়েছেন। নব্য মীমাংসকদের মতে স্বর্গ সুখ পরম কাম্য হতে পারে না। কেননা সেই সুখেরও অবসান ঘটে। অনিত্য বস্তুতে সুখ স্থায়ী নয়-নিত্য ও অনন্ত প্রাপ্তিতেই প্রকৃত সুখ। শরীরের সঙ্গে জীবের সম্বন্ধই বন্ধন এবং এই বন্ধন নাশই হল মোক্ষ।

প্রভাকর মীমাংসকের মতে সর্বপ্রকার দুঃখের আত্যন্তিক বিনাশ ঘটে। ভোগের দ্বারা সমস্ত কর্মের ক্ষয় সাধন হলে জীবের মুক্তি হয়। আত্মজ্ঞানই মুক্তি লাভের উপায়। মুক্ত অবস্থায় আত্মা স্বরূপে অবস্থান করে। মোক্ষ প্রাপ্তিতে আত্মা নির্গুণ ও নির্বিশেষরূপে অনন্তকাল বিরাজ করে। মুক্ত অবস্থায় দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তি ঘটে এবং সুখের অনুভূতিও থাকে না। মোক্ষলাভ হলে জীবের আর পুনর্জন্মও ঘটে না। আত্মজ্ঞান তথা তত্ত্ব জ্ঞান এবং বৈরাগ্যের মাধ্যমেই মোক্ষলাভ সম্ভব।

বেদান্ত মতে জীব স্বরূপতঃ নিত্য, শুদ্ধ, বুদ্ধ, মুক্ত, আত্মা। অদ্বৈতবেদান্তি শংকরের মতে জীবই ব্রহ্ম, জীবাত্মাই পরমাত্মা। জীব ও ব্রহ্মের মধ্যে কোন ভেদ নেই। জীবাত্মার পরমাত্মারূপে উপলব্ধি হলো মোক্ষ। আত্মার স্বরূপ সম্বন্ধে যথার্থ জ্ঞানের অভাবই জীবের বদ্ধ দশার কারণ। আসলে আত্মার বন্ধন নেই, মুক্তিও নেই। মুক্তি ও বন্ধন ভ্রম মাত্র। এই ভ্রম জ্ঞান কে বলা হয় অধ্যাস। বুদ্ধের সৃষ্টি হয় অধ্যাস থেকে। অধ্যাসের অভাবই হলো মোক্ষ। শঙ্করের মতে আত্যন্তিক জ্ঞান লাভের জন্য সাধন চতুষ্টয় অর্জন করতে হবে। সাধন চতুষ্টয় সম্পাদনার পর সাধক ব্রহ্ম জ্ঞান লাভের অধিকারী হবে। জ্ঞানই মোক্ষলাভের একমাত্র পথ। জীব ও ব্রহ্মের অভেদ জ্ঞানই মুক্তি। এই প্রকার জ্ঞানের জন্য প্রয়োজন শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন। শ্রবণ হচ্ছে 'তত্ত্বমসি' ইত্যাদি বেদান্ত বাক্য শ্রবণ, মনন হল ওই সব বেদান্ত মহাবাক্যের তাৎপর্য গ্রহণ- ব্রহ্মই একমাত্র সৎ বস্তু এমন চিন্তন, এবং নিদিধ্যাসন হল ব্রহ্মকে ধ্যানের বস্তু করে জীব ও ব্রহ্মের অভেদ উপলব্ধি। এই প্রকার উপলব্ধিই মোক্ষ বা মুক্তি।

উপসংহার:

ভারতীয় দর্শন আধ্যাত্মিকতাবাদের দর্শন। উপনিষদে বলা হয়েছে "অসতো মা সদ্ গময়ঃ/ তমসো মা জ্যোতির্গময়ঃ।"[৮] অর্থাৎ অসৎ থেকে সৎ এর পথে এবং অন্ধকার থেকে আলোর পথে গমনই হল মুক্তি। চার্বাক ছাড়া প্রায় সকল দর্শন সম্প্রদায়ই মুক্তির সুলুক সন্ধান করেছেন। প্রায় সকল সম্প্রদায়ই স্বীকার করেছে যে মোক্ষের প্রধান

---

[৭] তদেব ১

[৮] বৃহদারণ্যকোপনিষদ্-১/৩/২৮

প্রতিবন্ধকতা হল অবিদ্যা,অজ্ঞানতা। সত্য জ্ঞান তথা তত্ত্ব জ্ঞান যে মুক্তির কারণ তা ভারতীয় দার্শনিকেরা মনে করেন। যে তত্ত্বের আলোয় মানুষ মুক্তির স্বাদ পায় আর অনুভব করেন- "আমার মুক্তি আলোয় আলোয়।"[৯]

গ্রন্থপঞ্জী:

১. মুখোপাধ্যায়, ফাল্গুনী, ভারতীয় দর্শন, বিজয়া পাবলিশিং হাউস, ১০৬, বিবেকানন্দ রোড, কলকাতা ৭০০০০৬, ISBN :81-87964-10-3
২. বাগচী, দীপক কুমার, ভারতীয় দর্শন, প্রগতিশীল প্রকাশক, ৩৭ এ কলেজ স্ট্রিট, কলকাতা ৭৩, ISBN81-89846-10-8.
৩. ভট্টাচার্য, সমরেন্দ্র, ভারতীয় দর্শন, প্রকাশক শ্রী বিপ্লব ভাওয়াল, বুক সিন্ডিকেট লিমিটেড এর পক্ষে ৩৫কলেজ স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০০৭৩, ISBN-978-81-89019-24-2.
৪. বন্দোপাধ্যায়, ডক্টর শ্রী বিজয় ভূষণ, ভারতীয় দর্শনে মুক্তিবাদ, প্রকাশক শ্রী পরেশনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়,
৫. ১।৮ চিত্তরঞ্জন কলোনি, যাদবপুর কলিকাতা ৩২
৬. মহর্ষি পতঞ্জলি কৃত যোগ দর্শন, গীতা প্রেস, গোরক্ষপুর।
৭. সান্যাল, জগদীশ্বর, ভারতীয় দর্শন, শ্রীভূমি পাবলিশিং কোম্পানি, ৭৯ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা ৭০০০০৯ ।
৮. চক্রবর্তী, ডক্টর নীরদবরণ, ভারতীয় দর্শন, দত্ত পাবলিশার্স, ৩/১ কলেজ রো, কলকাতা ৭০০০০৯

[৯] রবীন্দ্রনাথের গীতবিতান ।